ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৮১২
আগরতলা,২৪ জুলাই,২০১৯

আগরতলার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে মত বিনিময় সভা
নিয়মিত ড্রেনগুলি পরিষ্কার ও জল নিকাশী ব্যবস্থা সহজতর রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

রাজধানী আগরতলা শহর বিশেষ করে বনমালীপুর এলাকার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলে অল্প বৃষ্টিতে জল প্লাবিত হওয়া, ড্রেন পরিষ্কারকরণ, জল নিকাশী পাম্প মেশিনগুলির কার্যকারিতা এবং আগরতলায় নির্মীয়মান কভার ড্রেনগুলির সার্বিক অবস্থা নিয়ে এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সচিবালয়ের ১ নং সভাকক্ষে আয়োজিত এই মত বিনিময় ও পর্যালোচনা সভায় আগরতলা শহর সহ বনমালীপুরের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল এলাকার জল নিকাশী ব্যবস্থা এবং কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ সম্পর্কে ঐ এলাকার নাগরিকগণ বিশদভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। জলপ্লাবন জনিত উদ্ভুত সমস্যার নিরসনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আগরতলায় বসবাসকারী নাগরিকদের অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে থাকা অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে যা যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার তা নিতে হবে। বৃষ্টির সময়ে সমস্ত পাম্প মেশিনগুলি যাতে সচল থাকে সেদিকে নজর রাখা আবশ্যক। প্রয়োজনে পাম্প মেশিনগুলির জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা আরও বাড়ানোর পাশাপাশি আধুনিকতম ব্যবস্থার সংস্থান রাখার বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, যেখানে কভার ড্রেনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেখানে কভার ড্রেন করা দরকার। আবার যেখানে উন্মুক্ত ড্রেন রয়েছে সেখানে ড্রেনের মুখে তারজালি লাগানোর ব্যবস্থা করতে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এর ফলে ড্রেনগুলিতে বিভিন্ন আবর্জনা জমা হলেও সেগুলি পরিষ্কার করা সহজতর হবে। নিয়মিত ড্রেনগুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জল নিকাশী ব্যবস্থা সহজতর করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

এদিনের সভায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে আগরতলা শহরের জল নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে সর্বশেষ সভায় গৃহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরেন। শ্রীগিত্যে জানান, পূর্ব থানা থেকে কাসারী পট্টি পর্যন্ত কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ আগামী ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্ষা মরশুমের পর পুনরায় এর নির্মাণের কাজ শুরু হবে। বনমালীপুর দীঘির পূর্ব ও পশ্চিম দিকের ভেঙ্গে যাওয়া দেওয়ালের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে এবং আগামী ১৫ আগষ্টের মধ্যে কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, বনমালীপুর দীঘি সংলগ্ন যে নিকাশী পাম্প বসানো রয়েছে তার পশ্চিম অংশে যে পরিমাণ বৃষ্টির জল জমা হয় তার দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

***২-এর পাতায়

এদিনের সভায় বনমালীপুর এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকগণ ঐ এলাকায় অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যে বন্যাজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার পরিত্রাণে একগুচ্ছ পরামর্শ দেন। গণরাজ চৌমুহনী এলাকা থেকে কাটাখাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণের বিষয়টিও সভায় আলোচিত হয়। শহর এলাকায় অবৈধভাবে বিল্ডিং নির্মাণ এবং জায়গা দখলের ফলে বৃষ্টির জল জমে বন্যাজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে নাগরিকদের বক্তব্যে উঠে এসেছে। যার ফলে অনেক সময়ই জল নিকাশী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সভায় শহর এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়টিও এদিনের সভায় আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই ধরনের মত বিনিময় ও পর্যালোচনা সভায় তাদেরকে আহ্বান করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানান।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ড. শৈলেশ কুমার যাদব, মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি দিলীপ রায়, পূর্ত, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান, জল সম্পদ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার এবং প্রকৌশলীগণ। বনমালীপুর এলাকার প্রায় ২৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক তথা স্যন্দন পত্রিকার বরিষ্ঠ সম্পাদক সুবল কুমার দে ছাড়াও বিভিন্ন পেশার প্রবীণ নাগরিকগণ আলোচনায় অংশ নেন।

*****